বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

উপস্থাপক
এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

বাংলা নাটকের জন্ম

- ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেডেফ বাঙালি পন্ডিত গোলক দাসের সহযোগিতায় 'দি ডিসগাইস' নাটকের অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। অনূদিত নাটকের নাম 'কাল্পনিক সংবদল'।
- ১৮৫২ সালের পূর্বে কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন প্রবোধচন্দ্রোদয়,
- ১৮৫২ সালের প্রথম মৌলিক নাটক রচিত হয়। যথা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও জি সি গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'।
- ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদধর্মী নাটক 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয়। নাটকটি শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'র অনুবাদ। এগুলি নাটক হিসেবে ভালো না হলেও এই প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

হরচন্দ্র ঘোষ

- বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্বে হরচন্দ্র ঘোষ অনুবাদ মূলক নাটক রচনার জন্য খ্যাতি লাভ করেছেন। শেক্সপিয়ারের নাটক প্রথম বাংলায় অনুবাদ করে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিস অনুবাদে রচনা করেন 'ভানুমতি চিত্তবিলাস'।

- রোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে 'চারমুখ চিত্তহারা' নাটক।

- এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নাটক হল কৌরব বিয়োগ, ভীম সিংহ, রজত গিরিনন্দিনী ইত্যাদি

রামনারায়ণ তর্করত্ন

- কুলিনকুল সর্বস্ব রামনারায়ণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কৌলিন্য প্রথার কুপ্রভাব ভীষণভাবে দেখানো হয়েছে এখানে।
- ‘নবনাটক’ বহুবিবাহ প্রথাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্যে দিয়ে আক্রমণ করা হলেও আক্রমণের ঝাঁজ মারাত্মক।

- যেমন কর্ম তেমন ফল, চক্ষুদান, উভয় সংকট তাঁর বিখ্যাত প্রহসন মূলক নাটক। রুক্মিণীহরণ, কংসবধ তাঁর লেখা পৌরাণিক নাটক। অনুবাদ মূলক নাটক বেনিসংহার, রত্নাবলী, অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মালতি মাধব।

মধুসূদন দত্ত (আধুনিক বাংলা নাটকের প্রবর্তক)

- বিখ্যাত নাটক শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী (ঐতিহাসিক ট্রাজেডী), মায়াকানন
- (প্রহসন -- একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, বিষ না ধনুগুর্ণ
- বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন।

দীনবন্ধু মিত্র (বিদ্রোহী নাট্যকার)

- বিখ্যাত নাটকসমূহ -- নীলদর্পণ, সাধাবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, জামাই বারিক, লীলাবতী।

- ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর নীলদর্পণ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অভ্যুদয় ঘটে, দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সূচনা হয়।

- প্রহসন রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

মনোমোহন বসু (পৌরাণিক নাটকের সফল রচয়িতা)

- বিশেষ প্রতিভা পৌরাণিক নাটক রচনায়। 'রামের অধিবাস ও বনবাস' মনমোহনের প্রথম নাটক। সতীর দক্ষযজ্ঞ কাহিনি নিয়ে লেখা 'সতী নাটক'। হরিশচন্দ্র ও শৈব্যার কাহিনি নিয়ে 'হরিশচন্দ্র নাটক'।
- একমাত্র সংস্কৃত নাটক 'বন্ডকৌশিক'।
- সামাজিক নাটক 'প্রণয় পরীক্ষা', 'আনন্দময় নাটক'।
- মনমোহন ছোট থেকেই গানের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকেও গানের ব্যবহার আছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ পুরুষ)

- ১৮৭২ সালে গিরিশচন্দ্রই প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রঙ্গমঞ্চ উদ্বোধন করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে তার উদ্যোগে টাকার বিনিময়ে মানুষ নাটক দেখার সুযোগ পায়। বিখ্যাত নাটকগুলি হল --
- ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক- রাবণ বধ, সীতাহরণ,পাণ্ডব গৌরব, অভিমুন্য বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ইত্যাদি।
- পারিবারিক সামাজিক নাটক - হারানিধি, বলিদান, শাস্তি কি শান্তি, প্রফুল্ল, মায়াবসান।

- ঐতিহাসিক নাটক-- সিরাজদৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী, সৎনাম, অশোক।

- গীতিনাট্য-- আগমনী, অকালবোধন, দোললিলা, মোহিনী প্রতিমা, আলাদিন।

- প্রহসন-- বেল্লিক বাজার, সভ্যতার পান্ডা, পাঁচকনে।

মীর মোশাররফ হোসেন

মীর মোশাররফ হোসেন মূলত উপন্যাসিক ও গদ্য শিল্পী। তবে তিনি নাটকও রচনা করেছেন। নীলদর্পণ নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি রচনা করেন ‘জমীদার দর্পণ’। সমকালে জমীদার দর্পণ বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। দর্পণ মূলক নাটক হিসেবে এই নাটকের বিশেষত্ব আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা নাটকে ফরাসিয়ানা)

- বিখ্যাত নাতকগুলি হল--পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতি, স্বপ্নময়ী।
- প্রহসন মূলক নাটকগুলি হল-- হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দারগ্রহ, হিতে বিপরীত।
- অনুবাদ মূলক নাটক-- মৃচ্ছকটিক, জুলিয়াস সিজার, অভিজ্ঞান শকুন্তলম এর আনুবাদ।
- প্লটের গাঁথুনি, বলিষ্ঠ বক্তব্য, সঠিক আঙ্গিক, চরিত্র চিত্রনে দক্ষতা ইত্যাদি গুণের কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি সমকালে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

রাজকৃষ্ণ রায় (বিচিত্র প্রতিভার সমন্বয়)

রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন নট, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, সংগঠক, কবি, সুর শিল্পী, সাময়িক পত্র সম্পাদক, মুদ্রণযন্ত্র স্থাপক।

- পৌরাণিক নাটক রামের বনবাস, তারিণী সেন বধ, প্রহ্লাদ চরিত্র, নরমেধ যজ্ঞ, পিতৃ ভক্তি।
- সাধক ও ভক্তদের জীবনে নিয়ে লিখেছেন মীরাবাঈ, হরিদাস ঠাকুর।
- ঐতিহাসিক নাটক রাজা বিক্রমাদিত্য, সামাজিক প্রহসন হল কলির প্রহ্লাদ, টাটকা টোটকা, জাগা পাগলা।

অমৃতলাল বসু (শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান)

অমৃতলাল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান। তাঁর প্রতিভা ছিল মূলত প্রহসনকারের। প্রথম নাটক হীরক চূর্ণ।

- বিখ্যাত নাটকগুলি হল-- দ্বীমাতা বা বিজয় বসন্ত, হরিশচন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, খাসদখল, নবযৌবন, যাজ্ঞসেনি।

- বিখ্যাত প্রহসন-- তিল-তর্পণ, চোরের উপর বাটপারি, ডিসমিস, বিবাহ বিভ্রাট, চাটুজ্জে ও বাড়ুজ্জে, ব্যাপিকা বিদায়।

- সামাজিক সংকট ও অন্যায় অত্যাচার সবকিছুর বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কলম বারবার ঝলসে উঠেছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যে এইরকম আদর্শ প্রহসনকার খুব কম আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। অজস্র নাটক লিখে বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিভিন্ন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। তাঁর নাটকগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে উল্লেখ করা যায়। যথা--

- কাব্য নাট্য নাট্য কাব্য গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য -- বাল্মিকী প্রতিভা, মায়ার খেলা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, কালমৃগয়া, চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, শ্যামা, চন্ডালিকা, অরূপরতন, বসন্ত ইত্যাদি।

- নিয়মানুগ নাটক - রাজা ও রানী বিসর্জন অচলায়তন মুকুট প্রায়শ্চিত্ত মালিনী

- রঙ্গনাট্য-- গোড়ায় গলদ, শেষ রক্ষা, বৈকুন্ঠের খাতা, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ কৌতুক, চিরকুমার সভা।

- নিয়মানুগ নাটক-- রাজা ও রানী, বিসর্জন, মুকুট, প্রায়শ্চিত্ত, মালিনী।

- সামাজিক নাটক– শোধবোধ, বাঁশরী, ফাল্গুনী, নটীর পূজা।

- রূপক-সাংকেতিক নাটক- শারদ উৎসব, ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, অচলায়তন, মুক্তধারা, কালের যাত্রা, তাসের দেশ।

ধন্যবাদ